15-09-2020 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

১৫-০৯-২০২০ প্রাতঃ মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

***প্রশ্নঃ -** সিংহের মতো শক্তিধারীরা কোন্ বিষয়কে সাহসের সঙ্গে বোঝাতে পারে ?*

***উত্তরঃ -** অন্য ধর্মের মানুষদের এই কথা বোঝাতে হবে যে, তোমরা নিজেদের পরমাত্মা নয়, আত্মা মনে করো । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, তাহলেই বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তোমরা মুক্তিধামে চলে যাবে । নিজেকে পরমাত্মা মনে করলে বিকর্ম বিনাশ হতে পারবে না । এই কথা সিংহবাহিনী শক্তিধারীরাই সাহসের সঙ্গে বোঝাতে পারবে । এই বোঝানোর অভ্যাসেরও প্রয়োজন ।

***গীতঃ-** নেত্রহীনকে পথ দেখাও.....*

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা অনুভব করছে যে - এই আধ্যাত্মিক যাত্রায় অনেক সমস্যা দেখতে পাওয়া যায় । ভক্তিমার্গে দ্বারে - দ্বারে ধাক্কা খেতে হয় । অনেক প্রকারের জপ - তপ - যজ্ঞ করে, শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে, যেই কারণেই ব্রহ্মার রাত বলা হয় । অর্ধেক কল্প হলো রাত, আর অর্ধেক কল্প হল দিন । ব্রহ্মা তো আর একা থাকবে না, তাই না । প্রজাপিতা ব্রহ্মা যখন আছে, তাহলে তাঁর সন্তান কুমার - কুমারীরাও অবশ্যই থাকবে, কিন্তু মানুষ তা জানে না । বাবাই তাঁর বাচ্চাদের জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র দান করেছেন, যার দ্বারা তোমরা এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান পেয়েছো । তোমরা পূর্ব কল্পেও ব্রাহ্মণ ছিলে আর দেবতাও হয়েছিলে, যা তোমরা হয়েছিলে, তাই আবার হতে চলেছো । তোমরা হলে আদি - সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের । তোমরাই পূজ্য এবং পূজারী হও । ইংরাজীতে পূজ্যকে ওয়ার্শিপওয়ার্দি আর পূজারীকে ওয়ার্শিপার বলা হয় । ভারতই অর্ধেক কল্প পূজারী হয় । আত্মা স্বীকার করে যে, আমরাই পূজ্য ছিলাম আবার আমরাই পূজারী হয়েছি । পূজ্য থেকে পূজারী আবারও পূজ্য হয় । বাবা তো আর পূজ্য বা পূজারী হন না । তোমরা বলবে, আমরা পূজ্য - পবিত্র দেবী - দেবতা ছিলাম, আবার ৮৪ জন্ম পরে সম্পূর্ণ পতিত পূজারী হয়ে যাই । এখন ভারতবাসী, যারা আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলো তারা নিজের ধর্ম সম্বন্ধে কিছুই জানে না । তোমাদের এই কথা সর্ব ধর্মের মানুষ বুঝবে না, যারা এই ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে চলে গেছে, তারাই আবার ফিরে আসবে । এমন অনেকেই তো অন্য ধর্মে চলে গেছে । বাবা বলেন যে, যারা শিব আর অন্য দেবতাদের পূজারী, তাদের পক্ষে সহজ । অন্য ধর্মের যারা তারা অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবে কিন্তু যারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাদেরকে এই জ্ঞান স্পর্শ করবে । তারা এসেই বোঝার চেষ্টা করবে । না হলে অন্যরা মানবে না । আর্য সমাজ থেকেও অনেকেই এসেছে । শিখরাও অনেকেই এসেছে । যারা আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের, যারা পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তাদের নিজের ধর্মে অবশ্যই ফিরে আসতে হবে । বৃক্ষের ঝাড়ের মধ্যেও আলাদা - আলাদা বিভাগ আছে । তারা আবার নম্বরের ক্রমানুসারে আসবে । শাখাপ্রশাখাও বের হতে থাকবে । তারা পবিত্র হওয়ার কারণে তাদের প্রভাব সুন্দর হয় । এখন দেবী - দেবতা ধর্মের ভিত্তি নেই, তা আবারও তৈরী করতে হয় । ভাই - বোন তো অবশ্যই হতে হবে । আমরা এক বাবার সন্তান সমস্ত আত্মারা ভাই - ভাই । তারপর শরীরে ভাই - বোন হই । এখন যখন নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হচ্ছে, তাই প্রথমের দিকে থাকে ব্রাহ্মণ । নতুন সৃষ্টির স্থাপনাতে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে তো অবশ্যই প্রয়োজন । ব্রহ্মার দ্বারাই ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হবে । একে রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞও বলা হয়, এতে অবশ্যই ব্রাহ্মণের প্রয়োজন । প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তানদের অবশ্যই প্রয়োজন । তিনি হলেন গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার । ব্রাহ্মণরা হলেন প্রথম নম্বরের শিখাধারী । আদম বিবি, আদম - ইভকে তো মানাও হয় । এই সময় তোমরা পূজারী থেকে পূজ্য তৈরী হচ্ছো । তোমাদের সবথেকে সুন্দর স্মরণিকা হলো দিলওয়ারা মন্দির । নীচে তপস্যায় বসে আছে, ওপরে রাজত্ব, আর এখানে তোমরা চৈতন্য রূপে বসে আছো । এই মন্দিরও ধ্বংস হয়ে যাবে, আবারও ভক্তিমার্গে তৈরী হবে ।

তোমরা জানো যে, এখন আমরা রাজযোগ শিখছি, তারপর আমরা নতুন দুনিয়াতে যাবো । ওইসব হলো জড় মন্দির আর তোমরা চৈতন্যে বসে আছো । মুখ্য মন্দির সঠিক বানানো হয়েছে । না হলে স্বর্গকে কোথায় দেখাবে, তাই উপরে স্বর্গকে দেখানো হয় । এর উপর তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পারো ।, বলো, ভারতই স্বর্গ ছিলো, এখন এই ভারত আবার নরক হয়ে গেছে । এই ধর্মের যারা, তারা চট করে বুঝতে পারবে । হিন্দুদের মধ্যেও দেখবে, অনেক প্রকার ধর্মে গিয়ে পড়েছে । তোমাদের সেখান থেকে বের হতে অনেক পরিশ্রম করতে হয় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করে আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো, আর কোনো কথা বলাই উচিত নয় । যার এমন অভ্যাস নেই, তার তো কথা বলাই উচিত নয় । না হলে তারা বি.কের নাম বদনাম করে দেবে । যদি অন্য ধর্মের কেউ হয়, তাহলে তাদের বোঝানো উচিত

যে, তোমরা যদি মুক্তিধামে যেতে চাও, তাহলে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো । নিজেকে পরমাত্মা মনে করো না । নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা জন্ম - জন্মান্তরের পাপ থেকে মুক্ত হবে আর মুক্তিধামে চলে যাবে । তোমাদের জন্য এই 'মনমনাভব' মন্ত্রই যথেষ্ট, কিন্তু এইভাবে বোঝানোর জন্যও সাহসের প্রয়োজন । সিংহবাহিনী শক্তিরাই এই সেবা করতে পারে । সন্ন্যাসীরা বাইরে গিয়ে বিলেতের মানুষদের নিয়ে আসে যে, চলো তোমাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রদান করি । এখন তারা তো আর বাবাকে জানে না । ব্রহ্মকে ভগবান মনে করে বলতেন, একে স্মরণ করো । ব্যস, এমন মন্ত্র দিয়ে দিতো যেন কোনো পাখিকে খাঁচায় বন্ধ করে দিতো । তাই এমন বোঝানোতেই সময় লাগে । বাবা বলেছেন যে -- প্রত্যেক চিত্রের উপর যেন লেখা থাকে - শিব ভগবান উবাচঃ ।

তোমরা জানো যে, এই দুনিয়াতে বাবা (ধণী) ছাড়া সকলেই অনাথ । তারা ডাকতে থাকে -- তুমিই মাতা - পিতা..... আচ্ছা, এর অর্থ কি ? এমনই বলতে থাকে - তোমার কৃপায় আমরা সুখ লাভ করবো । বাবা এখন তোমাদের স্বর্গ সুখের জন্য পড়াচ্ছেন, যারজন্য তোমরা পুরুষার্থ করছো । যা তোমরা করবে, তাই পাবে । এই সময় তো সকলেই পতিত । পবিত্র দুনিয়া তো একমাত্র স্বর্গই, এখানে কোনো সতোপ্রধানই থাকতে পারে না । সত্যযুগে যারা সতোপ্রধান ছিলো, তারাই তমোপ্রধান - পতিত হয়ে যায় । ক্রাইস্টের পিছনে যে অনেক ধর্মের মানুষ আসে, তারা তো প্রথম সতোপ্রধান থাকবে, তাই না । যখন লাখের আন্দাজে হয়ে যায়, তখন বাদশাহী নেওয়ার জন্য লস্কর তৈরী হয়ে যায় । তাদের যেমন সুখও কম, দুঃখও কম । তোমাদের মতো সুখ তো আর কেউই পেতে পারবে না । তোমরা এখন তৈরী হচ্ছো, সুখধামে আসার জন্য । বাকি সব ধর্মের মানুষরা তো আর স্বর্গে যাবেই না । ভারত যখন স্বর্গ ছিলো, তখন তার মতো পবিত্র খণ্ড আর কোথাও ছিলো না । বাবা যখন আসেন, তখনই ঈশ্বরীয় রাজ্য স্থাপন হয় । ওখানে লড়াই ইত্যাদির কোনো কথাই নেই । লড়াই - ঝগড়া তো অনেক পরে শুরু হয় । ভারতবাসী এতো লড়াই করেনি । নিজেদের মধ্যে আপস করে অল্প লড়াই করে আলাদা হয়ে গেছে । দ্বাপর যুগ থেকে একে অপরের সঙ্গে লড়াই - ঝগড়া শুরু হয়েছে । এই চিত্র ইত্যাদি বানানোতেও অনেক বুদ্ধির প্রয়োজন । এও লেখা উচিত যে, ভারত, যা একদিন স্বর্গ ছিলো, তা কিভাবে নরকে পরিণত হয়েছে, তোমরা এসে বোঝো । ভারত একদিন সদগতিতে ছিলো, এখন তা দুর্গতিতে আছে । এখন আবার সদগতি প্রাপ্ত করার জন্য বাবা জ্ঞান দান করছেন । মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে না । এই জ্ঞান থাকে পরমপিতা পরমাত্মার মধ্যে । বাবা আত্মাদের এই জ্ঞান দান করেন । বাকি তো সব মানুষই মানুষকে জ্ঞান দেয় । শাস্ত্রও মানুষই লিখেছে, মানুষই তা পড়েছে । এখানে তো তোমাদের আত্মাদের পিতা এসে পড়ান, আর আত্মারাই এই পাঠ গ্রহণ করে । আত্মাই তো পাঠ গ্রহণ করে, তাই না । ওই লেখাপড়া তো মানুষই করে । পরমাত্মার তো শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করার কোনো দরকার নেই । বাবা বলেন যে, এই শাস্ত্র ইত্যাদি থেকে কারোরই সদগতি হতে পারে না । আমাকে নিজে এসেই সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় । এখন তো দুনিয়াতে কোটি - কোটি মানুষ । সত্যযুগে যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজত্ব ছিলো, তখন সেখানে নয় লাখ মানুষ ছিলো । ওখানে অনেক ছোটো ঝাড় হবে । তাহলে চিন্তা করে দেখো, এতো সব আত্মা কোথায় গেলো ? ব্রহ্মতে বা জলে তো আর লীন হয়ে যায় নি । তারা সব মুক্তিধামে থাকে । প্রত্যেক আত্মাই অবিনাশী । তাদের মধ্যে অবিনাশী পার্ট ভরা আছে, যা কখনোই মুছে যেতে পারে না । আত্মা বিনাশ হয়ে যেতে পারে না । আত্মা তো হলো বিন্দু । বাকি নির্বাণ ইত্যাদিতে কেউই যায় না, সবাইকে এই অভিনয় করতেই হবে । সকল আত্মারা যখন এসে যায়, তখন আমি এসে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই । শেষের দিকেই হলো বাবার পার্ট । নতুন দুনিয়ার স্থাপনা তারপর পুরানো দুনিয়ার বিনাশ । এও ড্রামাতে লিপিবদ্ধ আছে । তোমরা আর্য সমাজের দলকে বোঝাবে, তো তাদের মধ্যে যারা যারা এই দেবতা ধর্মের হবে, তাদের টাচ্ হবে । বরাবর এই কথা তো ঠিক যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী কিভাবে হতে পারেন ? ভগবান তো বাবা, তাঁর থেকে অবিনাশী আশীর্বাদ পাওয়া যায় । কোনো আর্য সমাজীও তো তোমাদের কাছে আসে, তাই না । তাদেরই চারাগাছ বলা হয় । তোমরা সবাইকে বোঝাতে থাকো, তারপর যারা তোমাদের কুলের হবে তারা এখানে এসে যাবে । ভগবান বাবাই তোমাদের পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন । ভগবান উবাচঃ - আমাকে (মামেকম্) স্মরণ করো । আমিই পতিত - পাবন, আমাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে, আর তোমরা মুক্তিধামে এসে যাবে । এই খবর হলো সর্ব ধর্মের জন্য । তোমরা বলো যে, বাবা বলেন - দেহের সব ধর্ম ত্যাগ করে এক আমাকেই স্মরণ করো, তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । আমি গুজরাটি, আমি অমুক, এখন এইসব ত্যাগ করো । নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো । এই হলো যোগ অগ্নি । খুব সাবধানে এই পদক্ষেপ নিতে হবে । সবাই তো বুঝবে না । বাবা বলেন যে - আমিই পতিত পাবন । তোমরা সকলেই হলে পতিত, নির্বাণধামে পবিত্র হওয়া ছাড়া কেউই যেতে পারে না । এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকেও বুঝতে হবে । সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেই উঁচু পদ প্রাপ্ত করবে । অল্প ভক্তি করলে অল্প জ্ঞান বুঝতে পারবে । অনেক ভক্তি করলে সম্পূর্ণ জ্ঞান বুঝতে পারবে । বাবা যা বোঝান তা ধারণ করতে হবে । বাণপ্রস্থীদের জন্য এ আরো সহজ । তারা গৃহস্থ জীবন থেকে পৃথক হয়ে যায় । বাণপ্রস্থ অবস্থা ৬০ বছরের পরে হয় । গুরুও তখনই করে । আজকাল তো

ছোটো অবস্থাতেও গুরু করিয়ে দেয় । না হলে প্রথমে বাবা তারপর টিচার তারপর ৬০ বছরের পরে গুরু করা হয় । বাবাই তো হলেন একমাত্র সদগতিদাতা, এই যে অনেক গুরুরা আছেন, তারা তো সদগতিদাতা ননই । এ তো সব অর্থ উপার্জনের যুক্তি, সৎগুরু হলেন একজনই, যিনি সকলের সদগতি করান । বাবা বলেন যে, আমি তোমাদের সমস্ত বেদ শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলি । এ সবই হলো ভক্তিমার্গের সামগ্রী । সিঁড়ি দিয়ে নামতেই হয় । জ্ঞান, ভক্তি, ভক্তির পরে হলো বৈরাগ্য । জ্ঞান যখন প্রাপ্ত হয় তখনই ভক্তির প্রতি বৈরাগ্য আসে । এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি তোমাদের বৈরাগ্য হয় । বাকি এই দুনিয়াকে ত্যাগ করে তোমরা কোথায় যাবে ? তোমরা জানো যে, এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে, তাই এখন অসীম জগতের এই দুনিয়ার প্রতি সন্ন্যাস করতে হবে । পবিত্র হওয়া ব্যতীত ঘরে ফিরে যেতে পারবে না । আর এই পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রার প্রয়োজন । ভারতে রক্তের নদীর পরে আবারও দুধের নদী বইবে । বিষ্ণুকেও ক্ষীর সাগরে দেখানো হয় । বোঝানো হয় -- এই লড়াইয়ের দ্বারা মুক্তি এবং জীবনমুক্তির গেট খুলে যায় । বাচ্চারা, তোমরা যতো এগোতে থাকবে ততই আওয়াজ বের হতে থাকবে । এখন লড়াই লাগলো বলে । একটি আগুনের ফুলকি থেকে দেখো কি হয়েছিলো । বুঝতে পারে যে, লড়াই তো অবশ্যই লাগবে । এই লড়াই চলতেই থাকবে । একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে যায় । তোমাদেরও নতুন দুনিয়ার প্রয়োজন তাই পুরানো দুনিয়ার অবশ্যই বিনাশ হওয়া চাই । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত । আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) এই পুরানো দুনিয়া এখন শেষ হয়ে যাবে, তাই এই দুনিয়ার প্রতি সন্ন্যাস করতে হবে । দুনিয়া ত্যাগ করে কোথাও যেতে হবে না, কিন্তু একে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে ।

২) নির্বাণধামে যাওয়ার জন্য সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে । এই রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে সম্পূর্ণ বুঝে নতুন দুনিয়াতে উচ্চ পদ লাভ করতে হবে ।

বরদানঃ- আলস্যের নিদ্রাকে ত্যাগ করে নিদ্রাজিৎ, চক্রবর্তী ভব*

সাক্ষাৎকার মূর্তি হয়ে ভক্তদের সাক্ষাৎকার করানোর জন্য বা চক্রবর্তী হওয়ার জন্য নিদ্রাজিৎ হও । যখন বিনাশকালের কথা ভুলে যায় তখনই আলস্যের নিদ্রা আসে । ভক্তদের ডাক শোনো, দুঃখী আত্মাদের দুঃখের ডাক শোনো, তৃষ্ণার্ত আত্মাদের প্রার্থনার আওয়াজ শোনো, তাহলে কখনোই অমনোযোগের নিদ্রা আসবে না । তাই এখন সদা জাগ্রত জ্যোতি হয়ে আলস্যের নিদ্রাকে ত্যাগ করো, আর সাক্ষাৎকার মূর্তি হও ।

স্লোগানঃ- তন - মন - ধন, মন - বাণী - কর্ম যে কোনো প্রকারে বাবার কর্তব্যে সহযোগী হও, তাহলে সহজযোগী হয়ে যাবে ।*